PRAJNAJYOTI

প্রজ্ঞাজ্যোতি

2001 - 2002

WEST GUWAHATI COLLEGE OF EDUCATION
TEMPLEGHAT, PANDU
GUWAHATI-12

নিষ্ঠাসহকারে শিক্ষকের এই ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যোগ ব্যতীত মূল্যায়ন প্রক্রি প্রকৃতভাবে কার্য্যকরী হতে পারে না এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করাও সম্ভব নয়। একটা কথা খুব গুরুত্ব দিে মনে রাখতে হবে যে লিখিত পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী সর্বাঙ্গীন উন্নতি বা অগ্রগতির ক্ষেত্রে সব বিষয়েই পিছি থাকবে সেটা স্বাভাবিকও নয় বাস্তবও নয়। অথবা লিখিত পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করা ছাত্র অন্যান্য সব বিষয়েই খু ভাল হবে বা হতে হবে তেমনও নয়। লিখিত পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিন বিতর্ক, খেলাধূলো ইত্যাদিতে প্রথম পুরস্কার পেতেও আমরা দেখেছি।

এতদ বিষয়ে আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা না [illegible]ল আমার মন্তব্য অসম্পূর্ণ থেবে যাবে বলে মনে হয়। Internal assessment এবং ব্যবহারিক (practical) পরীক্ষায় মূল্যাংকন করতে গি শিক্ষকদের একটা বিশেষ প্রবণতা মূল্যাংকনে প্রভাব বিস্তার করতে দেখেছি। দুটা অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিচ্ছি। (১ এক সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে দেখেছি সত্তরের দশকে (গত শতাব্দীর) যখন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পরি H.S.L.C. পাঠ-ক্রমে কর্ম অভিজ্ঞতা (work experience) বিষয় সন্নিবিষ্ট করেছিল তার পূর্ণ মূল্যাংক ছিল ১০ । শিক্ষকগণের প্রবণতা ছিল, যে সব শিক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষায় ভাল ফল ছিল তাদেরকে কর্ম-অভিজ্ঞতায় যোগ্যাতিরি নম্বর দিয়ে প্রথম বিভাগ বা দ্বিতীয় বিভাগ পেতে সাহায্য করা। ফলে, কিছু বছর পরে কর্ম-অভিজ্ঞতা বিষয়ে সাংখ্যি নম্বর উঠিয়ে দিয়ে Grade system গ্রহণ করতে SEBA বাধ্য হয়েছিল। (২) পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,এড্, পরীক্ষায় Practice Teaching এর External পরীক্ষক হিসাবে দেখেছি, প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদে লিখিত পরীক্ষায় ভাল ফল তাদেরকে practice Teaching এ যোগ্যাতিরিক্ত নম্বর দিয়ে প্রথম শ্রেণী পেতে সাহা করার প্রবণতা। এই প্রবণতার দিকেই লক্ষ্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয় Internal assessment এ সাংখ্যিক মূল্যাংক উঠিয়ে দিয়ে Grade system চালু করেছে।

Kothari Commission বলে, - "The destiny of India is being shaped in her class rooms কিন্তু শ্রেণীকক্ষে ভারতের অদৃষ্টকে যিনি shape দিচ্ছেন তিনি হলেন শিক্ষক। সেই শিক্ষক কি বর্ত্তমানে পরিবর্তি বিশ্বের সংগে খাপ খাইয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের অদৃষ্টকে গড় দিতে পারছেন ? কোঠারী আয়োগ বলছে, না। কারণ "..... a teacher tries to teach in the way in which he himself was taught by his favourit teachers and thus tends to perpetuate the traditional methods of teaching." অতএব, " comprehensive programme of improvement is urgently needed in teacher education..."

কাজেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভাগ্য গড়ার আগে শিক্ষকের নিতে হবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। এই সম্পর্কে কোঠারী আয়োগ আরো বলেছে - "Methods of teaching and evaluation in training institutions are extremely important and attitudes of the student-teachers will be influenced more by the methods used with them, than by what they are formally taught about the methods they should use in the school."

কাজেই শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষানুষ্ঠানগুলিতেই সেই প্রকৃত পদ্ধতিগত পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবহারিক শিক্ষ ব্যবস্থা থাকতে হবে যার ফলে তৈরী হবেন উপযুক্ত সৎ, নিষ্ঠাবান এবং নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষক একমাত্র তাঁরাই পারবেন এই মহাযজ্ঞে নিজেদেরকে আহুতি দিয়ে ভারতের destiny কে শ্রেণী-কক্ষে shape দিতে।

''ভারতীয় শিক্ষার ক্রমবিবর্তন এবং আধুনিকতা''

অধ্যাপক পরিমল কুমার দত্ত
প্রাক্তন প্রশিক্ষার্থী

ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর আধুনিকতার সমর্থক তথাকথিত শিক্ষাবিদেরা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন আনার পক্ষপাতী। একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের প্রচলিত পাঠ্যক্রম তথা শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু সম্পূ[illegible]যমুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় উপাদনগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যদি গভীর ভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার মত বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের কোনো দেশেই নেই। আর যেখানেই বিচিত্রতা সেখানেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এব্যাপরে স্যার্ পিলিপ্ হার্টগ কি মন্তব্য করেছেন দেখা যাক্ —

"You have in India the most ancient and the most modern, East and West, combined, as perhaps in no other country in the world, a country in which the tradition of education is perhaps the oldest".

বৈদিক ঋষিদের সুমহতী প্রভা, বৌদ্ধদর্শনের আর্ন্তজাতিকতা জৈনদর্শনের বিশ্বজনীনতা, ইসলামীয় দর্শনের সার্বজনীনতা, বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ, ব্রিটিশ আমলে ভারতে আবির্ভূত মহান মনীষীদের শিক্ষাদর্শন, পাশ্চত্ত্য দেশীয় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব এবং বিভিন্ন আয়োগের পরামর্শক্রমে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দেহ-মান হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Dr. F.W. Thomas এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য —

"Education is no exotic in India. There is no conutry where the love of learning has so early an origin or has exercised so lasting and powerful an influence. From the simple poets of the Vedic age to the Bengali Philosopher of the present day there has been an uninterrupted succession of teachers and scholars."

ক্রমবিবর্তনের পথে ভারতের শিক্ষা কিভাবে বর্ত্তমান পর্য্যায়ে এসেছে তা জানতে হলে আমাদের সুদূর অতীতের পৃষ্ঠা থেকে বর্ত্তমান কালের শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যন্ত এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যেতে হবে। তাহলেই ঐতিহ্যময়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃত রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়বে। আধুনিকতার নামে কেন এই শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নয় তাও পরিস্কার হয়ে যাবে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল অরণ্যে, নগরে নয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

"A most wonderful thing we notice in India is that here the forest, not the town, is the fountain head of all its civilization.... The current of civilization that flowed from its forests inundated the whole of India."

অরণ্যজাত ভারতীয় শিক্ষাকে কয়েকটি যুগ বা কাল হিচাবে ভাগ করা যেতে পারে। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রাক-বৈদিক যুগের শিক্ষা সম্পর্কে কোনো উপযুক্ত তথ্য আজও উদ্ধার করা যায় নি। বৈদিক সভ্যতার মত উন্নত সভ্যতার উদ্ভব তো কোনো শূন্যস্থানে হতে পারে না! নিশ্চয়ই তার আগে কোনো উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল যার আভাস পেলেও শিক্ষা সম্পর্কীয় যুক্তিপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে নেই। সুতরাং আমাদের আলোচনা

বৈদিকযুগের শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই অরম্ভ করা হচ্ছে।

(১) বৈদিক যুগ (২) বৈদিকোত্তর যুগ (৩) বৌদ্ধ-জৈন যুগ (৩) ইসলামীয় যুগ (৪) ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশ আমলের আধুনিক যুগ (৫) স্বাধীনোত্তর যুগ।

প্রত্যেকযুগেই কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে -

(১) আত্মজ্ঞান (২) বহুমুখী পাঠ্যক্রম (৩) উচ্চস্তরীয় পাঠদান পদ্ধতি (৪) উদার নারীশিক্ষা (৫) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (৬) গুরুকুল বা আবাসধর্মিতা (৭) অবৈতনিক (৮) ব্যক্তিমুখী (৯) উচ্চতম স্থানাধিকারী আচার্য বা শিক্ষক (১০) ছাত্র আচার্য্যের মধুর সম্পর্ক (১১) অনুপ্রেরণা মূলক অনুশাসন (১২) সংস্কৃত মাধ্যম (১৩) বেদ শিক্ষা।

বৌদ্ধযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে - (১) গণতান্ত্রিক (২) উদার (৩) আবাসিক (৪) আত্মসংযম (৫) আন্তর্জাতিক (৬) সুসংবদ্ধ সাংগঠনিক (৭) প্রাকৃত বা আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য।

জৈন যুগেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধদের মত এত সুসংহত সংগঠন শক্তি এদের ছিল না। তথাপি শিক্ষার ক্ষেত্রে জৈন দর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইসলামীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে (১) উপযোগিতামূলক (২) বৃত্তিমূলক (৩) বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম (৪) মুক্ত শিক্ষা (৫) কঠোর অনুশাসন।

ভারতে আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছে ইউরোপীয় জাতি পর্তুগীজরা। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার আগমনের মুহূর্তেই ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ মন্তব্য করেছেন-

"The Portuguese may also be considered as the originators of the modern system of education in this country. As soon as they settled down in india, Roman Catholic missionaries began to arrive and open educational institutions in different parts."

ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ডাচ, ডেনিস্, এবং ফরাসীদের অবদানও যথেষ্ট। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ব্রিটিশ সরকার এদেশের শিক্ষার জন্য ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যতটুকু করেছেন তার মূল্য কিন্তু অপরিসীম। আজকের ভারতীয় শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরী হয়েছে তাঁদের শিক্ষানীতির আলোকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টাগুলো ক্রমিকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) চার্লস গ্রান্টের (ভারতের আধুনিক শিক্ষার জনক) প্রকাশিত পুস্তিকা "Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain. (২) মিন্টোর প্রতিবেদন (১৮১১) (৩) মহাসনদ, ১৮১৩ (Charter Act) (৮) মহাসনদ, ১৮৩৩ (Charter Act) (৫) মেকলের প্রতিবেদন (২ফব্রুয়ারী, ১৮৩৫) (৬) বেন্টিঙ্কের শিক্ষনীতি (৭মার্চ, ১৮৩৫) (৭) আদমের প্রতিবেদন (১ জুলাই, ১৮৩৫, ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৩৫, ১০ এপ্রিল, ১৮৩৮)। (৮) আকালেণ্ডের প্রতিবেদন (১৮৩৯) (৯) উডের প্রতিবেদন (১৮৫৪)। (১০) ষ্টেন্লির প্রতিবেদন (১৮৫৯) (১১) হান্টার আয়োগ (১৮৮২), (১২) লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি (১৯০২-১৯০৪) (১৩) গোখলের প্রস্তাব (১৯১১) (১৪) ভারত সরকারের শিক্ষাপ্রস্তাব (১৯১৩) (১৫) শেড্লার আয়োগ (১৯১৯), (১৬) মন্টফর্ড সংসদের এবং দ্বৈতশাসনের শিক্ষানীতি (১৯১৯), (১৭) হার্টগ আয়োগ (১৯২৯), (১৮) সপ্রু কমিটি (১৯৩৪) (১৯) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি (২০) (১৯৩৫) উড্-এবটের

প্রতিবেদন (১৯৩৭) (২১) জাকির হুসেইন কমিটির প্রতিবেদন (১৯৩৮) (২২) খের কমিটির প্রতিবেদন (২৩) সার্জেন্ট কমিটির প্রতিবেদন (১৯৪৪)।

উপরের তালিকা থেকে একটা কথা জলের মত পরিষ্কার যে ব্রিটিশ রাজত্বের সময় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করা হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষেও শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন আয়োগ গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া ভারতের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বাধাকৃষ্ণণ আয়োগ (১৯৪৮), তারাচাঁদ কমটির প্রতিবেদন (১৯৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগের প্রতিবেদন (১৯৫৩), শিক্ষা আয়োগের প্রতিবেদন (১৯৬৬), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮০) ইত্যাদি ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা রূপায়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় শিক্ষার এক সুপ্রাচীন এবং অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য রয়ে গেছে।

বেদ-পুরাণ উপনিষদ্-মহাকাব্য-জ্যোতিষ ব্যাকরণ অলংকার-ছন্দ-নিরুক্ত অর্থনীতি চিকিৎসা শাস্ত্র-স্মৃতি স্থাপত্য-ভাস্কর্য পশুবিদ্যায় সমৃদ্ধ ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার। ব্যাস-বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ-কাশ্যপ-বিশ্বমিত্র-বুদ্ধ-মহাবীর-বাল্মীকি-ভাগবি-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাম-শ্রীশঙ্করাচার্য্য-শ্রীচৈতন্যদেব-শ্রীমন্ত শংকরদেব-রামানুজ-পানিনি-পতঞ্জলি-কপিল-গৌতম-জৈমিতি-কুমারিল-প্রভাকর-রামমোহন-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-বিনোধাকৃষ্ণমূর্ত্তি-রাধাকৃষ্ণণ আদি মহান আচার্য্যদের শিক্ষায় সমৃদ্ধ ভারতের ঐতিহ্যময়ী শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন সংযোজনের প্রয়োজন আজ উপলব্ধি করা হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের উন্নতির জন্য বৈদিক বা বৌদ্ধ কালীন আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করেছে। সবার জন্যই যে উচ্চ শিক্ষা উপযুক্ত নয় একথা ও উচ্চ শিক্ষিতরা অনুভব করেছেন। বিশেষীকরণের যুগে "Whole man" আশা করা সম্ভব নয়। তাই বৈদিক যুগের পাঠ্যক্রম সবার নজর কাড়তে শুরু করেছে। বৈদিকযুগের শিক্ষার লক্ষ্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ- Redden এর ভাষায়-

"Education is the deliberate and systematic influence exerted by the mature person upon the immature, through instruction, discipline and harmonious develoment of physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual powers of the human being, according to individual and social needs and directed towards the union of the educated with his creator as the final end."

শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, অনুশাসন প্রভতি প্রতিটি বিষয়েই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ঐতিহ্যের কাছে ঋণী। ভারতের এই ঐতিহ্যকে অনেকেই গুরুত্ব দিতে অনাগ্রহী। কারিগরী তথা প্রযুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি সাহিত্য বা নন্দন তত্ত্বর সহাবস্থান মানতে অনেকেই ব্যথা-পান। আধুনিক ভাষার সাথে সংস্কৃত/আরবি/ফার্সী ভাষার সহপঠন তাদের কাছে চক্ষুশূল। আধুনিকতার মানদণ্ডের মাপকাঠিতে ভারতীয় দর্শনকে অপাংক্তেয় হিসাবে ঘোষণা করতে তাঁরা গর্বিত। কম্পুটার শিক্ষার সাথে জ্যোতিষচর্চা কিছুতেই মেনে নিচ্ছেন না। পুরাতন মূল্যবান মহাসম্পদকে প্রকৃত উপলব্ধি না করতে পেরে সেগুলোকে ঝেংটিয়ে বিদ্যায় দেওয়ার নামই কি আধুনিকতা ? আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা তাদের নেই। হীন উন্নাসিক মনোভাব নিয়ে সবসময় সমালোচনা করলেই তো প্রচলিত শিক্ষার দোষগুলো দূর হয়ে যাবে না। কোন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করলে এদেশে একজনও বেকার থাকবে না। সুখ-ও শান্তি বিরাজ করবে সেকথাও তাঁরা স্পষ্ট বলতে পারবেন না। শুধুই আঘাত

আমাদের ঐতিহ্যের উপরে । এক অদ্ভুত বিকৃত মানসিকতা নিয়ে যান্ত্রিক ভাবে আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে এঁরা উল্লসিত । এধরণের মনোভাব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন-

"We master all the facts and figures concerning the ancestors of the English, but we are unmindful about our own. We have learnt only weakness... So how can it be but that Sraddha is lost ? The idea of true Sraddha must be brought back more to us, the faith in our own-selves must be reawakened and then only, all the problems which face our country will gradually be solved by ourselves".

যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যই কাম্য । কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তনের নামে ঐহিত্য বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সর্বনাশ খটার সম্ভাবনা থাকবেই । পরিশেষে এই প্রবন্ধের অন্তিমে এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পনের কয়েক মাস পরে জাপানী শিক্ষামন্ত্রী যে মন্তব্য করেছিলেন, সেই তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করছি-

"I wish that America may not avail herself of this position to impose upon is simply what is characteristic of America or Europe. If this is the case, I fear that we shall never be able to have a true Japanese education firmly rooted in our social order and which can work on the inmost soul of the people".

যে সব বইয়ের সাহায্য নিয়েছি ঃ

1. Principles and Techniques of Education. —R.N. Safaya & B.D. Shaida
2. History of Education in India —S.N. Mukherjee
3. Theory and Principles of Education —J.C. Aggarwal
4. Indian Education in the Emerging Society. —J. Mohanty
5. The Cultural Heritage of India —The R.K. Mission Institute of culture.
6. History of Indian Education. —P.L. Rawat
7. iModern trends in Indian Education —J. Mohanty
8. Siksha Tattva O Siksha Darshan. —S. Roy
9. Great Educators and Their Philosophies —B.P. Purkait
10. Complete Works of Vivekananda. —Advaita Ashrama
11. Sri Aurobindo Philosophy of Education. —R.N. Sarmah
12. Philosophy of Education of Rabindranath Tagore. —M. Chakrabory.

পুরাতনের ঘনচ্ছটা
আধুনিকের অঙিনায়

জয়া দাস গুপ্ত

আজও লজ্জাবতীর পাতাগুলো কারও স্পর্শে মুখটা ঢেকে ফেলে। পথের ধারে কিছু না কিছু ঝোপ-ঝাড়ে জোনাকীদের ঝিম ঝিম জলসার আসর বসে আর বর্ষায় কোথায় যেন বহুদূরে ব্যাঙেদের কেঙর কেঙর একটা অস্পষ্ট গোলযোগ চলছে।

কেমন করে সম্ভব আজকের আধুনিকের অঙিনায় এই সমস্ত কিছু? জীবন যাত্রার এক আমূল পরিবর্তনের মাঝে আমরা সবাই আজ আধুনিক। আধুনিক পটভূমিকায় তারা আধুনিক হয়েই নিজের ঐতিহ্যটা টিকিয়ে রাখতে চাইছে নাকি। এই আধুনিকতার প্রভাবে আজ আমাদের জীবন যাত্রার মান অনেক অনেক উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে । আজকের এই দিনে ঘরে বাইরে সর্বত্রই বিজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের যে কি পরিবর্তন এসেছে সে কথা আর ভাষায় ধরে রাখা যাবে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, আজকের মানুষ পরিবর্ত্তনের হাতে হাত দিয়ে চলতে গিয়ে পুরানো দিনের ট্রাডিশনে একটা ভাঙন ধরিয়েছে । যা কিছু জরাজীর্ণ আর অহিতকর সেই পরিবেশটা মুছে ফেলছে । আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানসিকতার দিক থেকেও আজ মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে। যা ছিল অতীতে অসম্ভব, সেটাই আজ হচ্ছে সম্ভব । আজকের দিনে আচার-আচরণ শিক্ষা সংস্কৃতির দিক থেকে সবাই যথেষ্ট উন্নত হচ্ছে।

একই সূত্রধরে বলতে পারি আজকের সমাজের আমরা আধুনিকের আচার অনুষ্ঠান, পোষাক পরিচ্ছদ, রুচি, রীতি নীতির দিক থেকে যথেষ্ট এগিয়ে যাওয়ায় আমরা আর একমুহূর্তের জন্যও সেই ট্রেডিশনটাকে স্মরণের ঘরে ঢুকতে দেই না। সবাই দ্বিধাহীন ভাবে বলে ফেলি বদলে গেছে যুগটা।

সত্যি কি বদলেছে যুগটা ? তবে আজও কেন সেই যুগের শিউলীর ঘ্রানে মনটা মেতে উঠে ? তবে আজও কেন বসন্তের কোকিলের কণ্ঠে মনটা ভরে উঠে কোন সেই আস্বাদে ? কই যুগের সাথে সাথে ওরাতো শেষ হয়ে যায়নি । যেমনি শেষ হওয়ার নয় ট্রাডিশন । এই ট্রেডিশনটাকে ভুলে না গিয়ে তাকে নতুন রূপ দেওয়াটাই যদি বলি হিতকর তাহলে হয়ত তাতেই আমাদের কল্যাণ। আমাদের ভুললে চলবেনা , এই রূপ দেওয়ার কাজটা ধরতে হবে একজন দক্ষ শিল্পীর স্থান নিয়ে। সেই শিল্পীমনটা লুকিয়ে আছে সবার মধ্যে আড়ালে। অন্যকে অনুকরণ করে আমরা তা পারব না। আর পারলেও তা হবে একটা মিথ্যা প্রয়াস।

এই কথা মেনে নিতে হবে যে, আমাদের পুরানো ট্রডিশন ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে যথেষ্ট ভরপূর । আর তার কাঠামোটা ছিল যথেষ্ট মজবুত । এর যথেষ্ট নিদর্শন আমরা পেয়েছি। পুরান ট্রডিশনটা ধরে রেখে আমরা যদি নতুন বিচার ভঙ্গি দিয়ে তাকে নতুন করে তুলতে পারি সেটাতেই বোধ হয় আমাদের হিতকর হবে । নিজস্ব ট্রেডিশনটা ভুলে গিয়ে আমরা যখন সম্পূর্ণ একটা নতুন পথ ধরে চলতে শুরু করি তখনই হয়ত আমাদের পদস্খলন ঘটে।আর এই নতুন পথটাকে আমরা বলে ফেলি নতুন যুগ । আসলে যুগ বলে কিছু আছে বলে জানি না । সেটা হয়ত যার যার নিজের নিজের বাচাই করার ক্ষমতা ।

তাই আমরা ভাবতে পারি, পুরাণো ট্রেডিশনটাকে শুকতারা বানিয়ে আমরা যদি নতুন বিচার বিবেচনা ও ভাবনার নতুন পোশাক পরিয়ে নতুন রূপ দিতে পারি হয়ত আমরা বেশী লাভবান হ'ব । ট্রেডিশনই হল আমাদের প্রেরণা স্থল । আর উদ্দেশ্য হল নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছান । ট্রেডিশনের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকত তবে আর সেই যুগের শিউলীর ঘ্রাণে আজকের মন মাতোয়ারা হত না ।